মেঘলা গার্হস্থ্যশিল্প

সাপ আঁকা আঙুল কপালে
যৌথ জিজ্ঞাসার আলো।
সংঘের কুয়াশা ঠোঁট, জলসিঁড়ি নদী,
শমীবৃক্ষের পাশে এতযুগ কুড়িয়ে চলা
অর্হত্ব, বোবা ঈশ্বরের গোঙানি -
প্রথমের অতীত স্বাদ।
অন্ধকার নদীর জলে কোন মুখ ছিল না।
ধোঁয়ার রেখায় কোন মুখ ছিল না।
চোখের প্রতিবিম্বে কোন মুখ ছিল না।
তাহলে,
কে দেখল মৃত্যু?
জন্মে
কিম্বা জন্মদাগে
ধূসর আগুন -
কে দেখল?
কে জানল -
কিভাবে মৃত্যুকে শিকার করা যায়?

নদীর সৌজন্যে

'কোন সে কন্যার দীর্ঘ নিশ্বাস
আইল বাউরী নায়ে' - প্রচলিত ভাটিয়ালী
কয়েক ফোঁটা জল ভাসতে ভাসতে
সেমিকোলন, জিজ্ঞাসাচিহ্নে দাঁড়িয়েছে।
ছইয়ের ওপর আবছা বর্ণমালা,
অপেক্ষার অল্প ক'টা রেখা,
সামান্য অন্ধকার,
হাতের ভেজা রেখায় অন্য একটা
ভাষ্য পাঠ ছিল;
জলশাঁখ, একপশলা বাতা,
উজানের আগামান্য আলোর ফালিতে
একটাই মুখ জেগে ছিল
নির্জন পৌষের ডাঙায়;
সেটা মৃত্যুর।
তবে মৃত, সম্পূর্ণ মৃত।
আমি আঙুল ছুঁয়ে দেখেছি।

তন্ময় ধর